দৈনিক সংবাদ

MAY 19 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৭.....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নানা কৌশলে চলছে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস ॥ ছাত্রদল কোণঠাসা

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরব সন্ত্রাসের পাশাপাশি চলছে নীরব সন্ত্রাস। নানান কৌশলে ছাত্রশিবির এ সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সবচেয়ে বেশি মাত্রায় 'শিবিরীয়' সন্ত্রাসের বড় শিকারে পরিণত হচ্ছে ছাত্রদল। তবে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন, কর্মী, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ সমমনা অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরাও শিবির ক্যাডারদের হামলা-হুমকি ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনের দিক থেকে ক্যাম্পাসের সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠন হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদল শিবির ক্যাডারদের চাপের কারণে কোণঠাসা। ক্ষমতাসীন এই ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা এখন শিবিরের হামলা-নির্যাতনের ভয়ে সর্বদা থাকেন আতঙ্কে। ছাত্র হলগুলো পরিণত হয়েছে শিবিরের বন্দিশালায়। বিরাজ করছে চরম অস্বাভাবিক অবস্থা। ছাত্রদল নেতা-কর্মী, সাধারণ শিক্ষার্থী ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর থেকেই ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হামলা ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করে। গত ৯ই এপ্রিল তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র শিবির ক্যাডাররা পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদল নেতাদের ওপর নির্বিচারে নির্যাতন চালায়। শিবিরের 'জঙ্গি বাহিনী' র নিষ্ঠুর নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ৩০ জন।

ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ৯ই এপ্রিলের অপারেশনে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের এমবিএ দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র জিয়া হল শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হোসেনকে শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী মেঝেতে ফেলে দিয়ে রড ও হকিস্টিক দিয়ে পেটায়। এতে তার বাম হাত ভেঙে যায়। নির্যাতনের পর ফারুককে তিন তলার ছাদ থেকে সন্ত্রাসীরা ফেলে দেয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মশিউর রহমান সুমন হবিবুর রহমান হল ছাত্রদলের যুগ্ম-সম্পাদক। তার বাম হাত ভেঙে দেয় শিবিরের 'জঙ্গি বাহিনী'। একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মিনহাজুল ইসলাম জিয়া হল ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক। তার শরীরের সর্বত্রই পিটিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। হবিবুর রহমান হলের তিন তলা থেকে তাকেও ফেলে দেয়া হয়। জিয়া হল ছাত্রদলের যুগ্ম-সম্পাদক হামিদুল ইসলাম এর দাঁত ভেঙে যায়। জিয়া হলের দ্বিতীয় তলা থেকে তাকে ফেলে দেয় ক্যাডাররা। তার সব মুখমন্ডলে রয়েছে নির্যাতনের ছাপ। মাদার বখশ হলের প্রচার সম্পাদক অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মাহাবুব ও মতিহার হলের নেতা মুকুলকেও নির্মমভাবে পিটিয়েছিল শিবির ক্যাডাররা।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা নৃ-বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হবিবুর রহমান হল ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রনির। সন্ত্রাসীরা তার ডান পা ও ডান হাত ভেঙে দিয়েছিল। কাটা রাইফেল ও হকিস্টিক দিয়ে তার শরীরের সর্বত্রই পেটানো হয়। একই বিভাগের ছাত্র এবং হলের সহ-প্রচার সম্পাদক গোলাম রহমানের বাম পা ভেঙে যায়। তাকেও তিন তলার ছাদ হতে ফেলা দেয়া হয়। একই হলের যুগ্ম-সম্পাদক সাফিনের ওপরও একইভাবে নির্যাতন চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এছাড়া খালেদ, কিবরিয়াসহ সব মিলিয়ে কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্রকে নির্মমভাবে পেটানো হয় সেদিন রাতে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে ১০ টি ছাত্র হলে শিবির নীরব সন্ত্রাস চালাচ্ছে। হলগুলো পরিণত হয়েছে 'মানসিক টর্চার সেল'-এ। এ কারণে অনেকেই হল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছাত্রদল নেতারা হলে অবস্থান করলেও শিবিরের চাপে কোন সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে পারেন না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। শিবির তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে শক্ত ও গতিশীল করতে হলে হলে ইন্টারকম টেলিফোন সংযোগ নিয়েছে। এই সংযোগের মাধ্যমে এক হল থেকে আরেক হলে, এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে খবর দ্রুত পৌঁছে দেয়া হয়। ইন্টারকম টেলিফোনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম মনিটরিং করা ছাড়াও তাদের টার্গেটের ছাত্র নেতা, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়ে থাকে।

সূত্র মতে, প্রতি সপ্তাহে শিবিরের প্রত্যেক হলেই কর্মী সমাবেশ হয়ে থাকে। এই সমাবেশ চলাকালে হলের টিভি রুম, ডাইনিং-ক্যান্টিন, পত্রিকা ও কমন রুমে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। সমাবেশগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে কয়েকজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান। ছাত্ররা জানান, কয়েকটি হল প্রাধ্যক্ষ শিবিরকে পরোক্ষভাবে তাদের কার্যক্রম চালাতে সহায়তা করে থাকেন। শিবিরের কথা না শুনলে বরাদ্দকৃত সিটে কোন সাধারণ ছাত্র উঠতে পারেন না।

ছাত্রদলের একজন শীর্ষ নেতা জানান, গত মাসে মাদার বখশ হলের ২২৫ নম্বর কক্ষে ছাত্রদল হল শাখার যুগ্ম-সম্পাদক হৃদয়ের নামে সিট বরাদ্দ হয়। শিবির ক্যাডাররা তাকে তার বরাদ্দকৃত সিটে উঠতে না দিয়ে হাদি নামে এক শিবির ক্যাডারকে উঠিয়েছে। ৪০৯ নম্বর কক্ষ থেকে ছাত্রদল কর্মী ইসমাইলকে গত ৫ ই মে বের করে দেয়া হয়েছে। একই হলের মেস ম্যানেজার ইংরেজি ডিসিপ্লিনের ছাত্র রকিবুলকে থাবার নিয়ে তর্কাতর্কির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মমভাবে পেটানো হয়। ৪১৫ নম্বর কক্ষের সাধারণ ছাত্র আবদুল হামিদ একই হলের ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আলম উজ্জ্বল-এর ২২৬ নম্বর কক্ষে যাতায়াত করার কারণে তাকে মারধর করা হয়। ২৫০ নম্বর কক্ষে অর্থনীতি শেষ বর্ষের ছাত্র রফিকুল ইসলামের নামে একটি সিট বরাদ্দ হলেও তাকে তার সিটে উঠতে দেয়া হয়নি।

ছাত্রদলের ঐ নেতা জানান, ছাত্রশিবিরের এসব বাড়াবাড়ির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকীকে জানানো হয়েছে। জামাত সমর্থক শিক্ষক নেতা ছাড়াও বিএনপি সমর্থক প্রভাবশালী শিক্ষক নেতাদেরও বিষয়গুলো জানানো হয়েছে বলে ছাত্রদল নেতা জানান; কিন্তু কোন পক্ষ থেকেই কেউ কোন ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে গত ২ রা মে শিবির ক্যাডাররা ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের টেন্টে গিয়ে টেন্টে না বসার জন্য হুমকি দেয়। হানিফ নামে এক ক্যাডারের নেতৃত্বে শিবির ক্যাডাররা ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের এই বলে হুমকি দেয় যে, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্রশিবিরের ক্যাম্পাস। কাজেই এখানে শিবির ছাড়া কোন সংগঠন থাকতে পারবে না। এরপর থেকে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন ব্যবহার করার অনুমতি না দিলেও প্রশাসন শিবির সমর্থক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে তা ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিবিরাতঙ্কে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে বাইরের মেসে গিয়ে অবস্থান করতে দেখা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর বহু কর্মী হলে থাকতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না।